দেশি ঠাকুর ফেলে বিদেশি কুকুর ধরি

মুশফিক প্রধান

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচিত্র নির্মান করা হবে, এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। অতি উওম প্রস্তাব! স্বাধীনতাপুর্ব বাংলাদেশের মুকুটহীন সম্রাটের এটি অবশ্যই প্রাপ্য। দুঃখের বিষয় হলো, যিনি এ ব্যাপারে বেশ দৌড়ঝাপ করছেন, তিনি সেই ১৯৭৪ সাল থেকে প্রবাসি। বাকশাল গঠনের কথা শুনে, নিজের রুজি রোজগারে শিকেয় উঠার কারণে যিনি এক সময় বঙ্গবন্ধুকে যথেস্ট গালমন্দ করে দেশ ত্যাগ করেন। শুধু একবার এসেছিলেন ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার শাসনামলে। বিশেষ পাত্তা না পেয়ে, বেশ কিছুদিন শেখ হাসিনার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছিলেন। তবে বিদেশ থাকায়, এই 'অপরাধে' তার চামড়াটি বেচে গিয়েছিল। এর পর কি কারণে তার সেই বিরাগ, বিশেষ অনুরাগে পরিনত হয়েছে, সেটি আমজনতার কাছে একটি রহস্যই বটে। দুর্মুখেরা বলে, এক্ষেত্রে নাকি নগদ নারায়ণ বেশ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে।

ভদ্রলোকটির লেখার হাত চমৎকার। পাঠকদের সম্মোহিত করার মত যাদু তার হাতে আছে। বোধ করি একারণেই প্রবাসে বসবাস করলেও, তিনি কলমজীবি হিসেবে বাংলাদেশের কয়েকটি পত্রিকায় নিয়মিত অনিয়মিত লিখে থাকেন। সব এ ঠিক ছিল। কিন্তু গোল তখনই শুরু হয়, যখন তিনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ্যে সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই কলম চালান শুরু করেন। ঐতিহাসিক ঘটনার উপর তার লেখাগুলির সাক্ষি হিসেবে তিনি এমন ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি দেন, যারা জাগতিক পৃথিবীর মায়া ছেড়ে অনেক আগেই চলে গেছেন। বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাদের আমন্ত্রনে তিনি সাড়া দেন, তাদের কারুই দেশপ্রেমিক হিসেবে পরিচিতি নেই।

এই তো, বেশ কয়েকদিন নিউ ইয়র্ক প্রবাসি একজন ডেন্টিস্ট মিনা ফারাহর একটি বই প্রকাশনি উপলক্ষ্যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। মিনা ফারাহ একজন চরম সাম্প্রদায়িক এবং বাংলাদেশ বিরোধী লেখিকা। যিনি দিনরাত তসলিমা হবার জন্য আদা জল খেয়ে লেগেছেন। ' কাঠগড়ায় ঈশ্বর' নামে বইতে তিনি যেসব কথা লিখেছেন, তা বাংলাদেশ তো বটেই বরং বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য সঙ্খ্যক ধর্মানুরাগিদের অপমান করার জন্য যথেষ্ট। আর একারনেই মিনা ফারাহের লেখিকা হয়ে উঠা তো অনেক দুরের কথা, সামাজিক গ্রহনযোগ্যতাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এহেন লেখিকার ' হিটলার থেকে জিয়া' নামে একটি চটি বইয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করা এক মাত্র আগাচৌদের পক্ষ্যেই মানায়। শুধু অংশগ্রহন করলেও কোন কথা ছিল না। এই ভদ্রলোক উক্তি করে বসলেন যে, মরহুম প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান, কোন সময় মুক্তিযুদ্ধ করেননি, টেরি বাগিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, এবং পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগিতা করেছিলেন।

এই ভদ্রলোক মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন, স্বভাবত কারণে সে প্রশ্ন এসেই যায়। নাকি মিনা ফারাহর রুপে মুগ্ধ হয়ে, তিনি স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, আবোল তাবোল প্রলাপ বকেছিলেন? (নিন্দুকেরা বলে তিনি নাকি নারিদের প্রতি অতিমাত্রায় দুর্বল)। ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। প্রবাসি সচেতন বাংলাদেশিরা তাকে নিউ ইয়র্কে অবাঞ্চিত ঘোষনা করেছে। আমেরিকার অন্যান্য

রাজ্যেও যে তিনি সমাদৃত হবেন না, একথা বেশ বলা যায়।

এই ভদ্রলোকের বেশ কয়েকটি পরিচয় আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচয়, তিনি আমাদের ভাষা আন্দোলনের গানটির রচয়িতা। সেই সাথে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় একজন কর্মী। ২১শে ফেব্রুয়ারির মিছিল থেকে অনেক দুরে অবস্থান, কিংবা 'গুলি' খাবার ভয়ে ভাষা আন্দোলন পরবর্তি ছাত্র বিক্ষোভে মিছিলের মাঝখানে অবস্থান যদি কৃতিত্বের কথা হয়, তবে, তিনিও একজন কৃতি ভাষা সৈনিক বটে।

ভাবছেন, কুৎসা গাইছি। একদম না। এটি তার স্বহস্তে লেখা ভাষা আন্দোলনে স্বীয় অবদানের কথা। বিশ্বাস না হলে নিজেই পড়ে নিতে পারেন।

http://www.nybangla.com/Ekush%20Tumi/Abdul%20Gaffar%20Chowdhury/Page%20Three.htm

তিনি সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত ছিলেন, এবং বাকশাল গঠনের ঠিক আগে জনপদ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমাদের আলোচ্য এই 'গুনী' ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি হলেন আবদুল গাফফার চৌধুরি। তার প্রবাস থেকে লেখার প্রধান উপাদান হলো, বাংলাদেশ থেকে 'টেলিফোনকারি' রহস্যময় একজন বন্ধুর সমসাময়িক ঘটনা বর্ণনা। তিনি না বললেও একথা প্রায় ওপেন সিক্রেট যে এই রহস্যময় ব্যক্তিটি হলেন, আওয়ামী লীগ নেতা সাবের হোসেন চৌধুরি। তবে বাংলাদেশের চেয়ে বিদেশে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাই বেশি। বিশেষ করে দাদা মহলে।

দেখুন না, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ছবি বানাবেন বলে, তিনি পরিচালক হিসেবে নির্বাচন করলেন, পাশের দেশের এক দাদা কে। বলিউডের এক নায়ককে চাইলেন বঙ্গবন্ধুর ভুমিকায়। যার চেহারা সুরৎ কিংবা বাংলা ভাষা জ্ঞান কোনটাই নেই! কেন রে বাবা? বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ভুমিকায় অভিনয় করার মত লোকের কি অভাব ? আবুল হাসনাত আবদুললাকে তো এই ভুমিকায় চমৎকার মানিয়ে যাবে। আর স্বভুমিকায় শেখ হাসিনা তো অতুলনীয় হবেন। ১৯৯৬ সালে 'আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই' ' জনগণই এখন আমার পরিবার' ' অতীতের ভুল ক্ষমা করে দিন' ইত্যাদি অভিনয় সংলাপে জনগণ এতই চমৎকৃত হয়েছিল, যে তার অভিনয়কে সত্যি মনে করে তাকে নির্বাচনে জয়যুক্তও করেছিল। এহেন প্রতিভাবান শিল্পী রেখে কোথাকার কোন বিদেশি খোট্টা মাউরাকে নির্বাচন করা, কোন দেশপ্রেমিকের কাজ হতে পারে?

কিছুদিন আগে বলিউডের সেই নায়ককে যখন এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। আগাচৌয়ের সমালোচকরা এজন্য তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ করলে, দৈনিক জনকণ্ঠে আগাচৌ একটি লেখা লিখেন। সেখানে তিনি বলেন যে উল্লেখিত নায়ককে বঙ্গবন্ধুর নাম ভুমিকায় অভিনয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারটি তিনি খুব ঘরোয়া পরিবেশে শুধু ডঃ নুরুননবির সাথে আলাপ করেছিলেন মাত্র। হুম ! এনার (অ্যাসোসিয়েট নিউজ এজেনসি, যারা প্রথমে এই খবরটি প্রকাশ করে) এলেম আছে বটে ! নইলে ঘরের কথা পরে জানলো কি করে? এই খবরটা যদি ভারতের আনন্দবাজার টাইপের পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত হতো, তবে আগাচৌয়ের দাবির যথার্থতা থাকতো। কারণ এই ধরনের পত্রিকার টেবিলে বসে বসে খবর বানানো বদ অভ্যাস আছে। কিন্তু অ্যাসোসিয়েট নিউজ এজেনসি তেমন সংবাদ সস্থা তো নয় ! তবে কি আগাচৌ এ ব্যাপারে অসত্য কথা বলছেন?

বহিঃ বিশ্বে বাংলাদেশের যে দুর্বল ভাবমুর্তি তা পেছনে আছে, আগাচৌ এর মত কিছু লোক। আর এই সব লোককে মিডিয়া থেকে নির্বাসিত না করার অর্থ হলো, বাংলাদেশ বিরোধী গোষ্ঠির কাছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জনয় অস্ত্র তুলে দেয়া। যারা দেশের ঠাকুর ছেড়ে বিদেশি কুকুর পুজা করে, বাংলাদেশে জনগণ কিংবা সার্বভৌমত্ব তাদের হাতে মোটেও নিরাপদ নয়।